যুগান্তর
তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩....
10 2002

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিত করতে...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ। সাধারণত প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার ও মতানৈক্যের কারণেই এ ঘটনাগুলো ঘটে। এছাড়া রয়েছে হল দখল, টেন্ডার, অস্ত্র ও অর্থসহ অনেক বিষয়, যা থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আর এ সবই করছে রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলো। যার ফলে আজ শিক্ষাঙ্গনগুলো নৈরাজ্য ও অস্ত্রে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ সংগঠনগুলো আমাদের দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অধীনে থেকে কাজ করছে। এক্ষেত্রে যদি রাজনৈতিক দলগুলো এর জন্য দায় স্বীকার না করে, তাহলে বুঝতে হবে তারা এদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ।

কিন্তু এ ছাত্র রাজনীতি নির্বিচারে ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের মতো ছাত্রদের জীবন। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় ছাত্রদের বাধ্য করা হয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে। কিন্তু এর ফল কখনোই ভাল হয় না। এমনকি এটা জ্ঞানার্জনেরও অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। এছাড়াও মারামারি, অস্ত্র, দখল ইত্যাদি মিলে একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এতে শিক্ষার পরিবেশও ব্যাহত হয়। এর মাধ্যমে ছাত্রদের নৈতিক অবক্ষয়সহ নিরাপত্তারও বিপর্যয় ঘটে। এতে যেসব ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে তাতে অনেক ছাত্রের ছাত্রজীবনও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীর প্রাণও হারাতে হচ্ছে। এর বলিষ্ঠ উদাহরণ সম্প্রতি বুয়েটের ঘটনা। সেখানে প্রাণ হারাতে হয়েছে সনি নামের এক মেধাবী ছাত্রীকে। এভাবেই অনেক ছাত্রছাত্রীর প্রাণ দিতে হয়েছে অসহায়ভাবে ও বিনা কারণে, যার সঠিক কোন হিসাব দেয়া সম্ভব না। এছাড়া সেশনজটের জন্যও বিভিন্নভাবে ছাত্র রাজনীতি দায়ী।

ছাত্রজীবনের মতো মূল্যবান সময় আর নেই। এ সময়ের প্রধান দায়িত্ব পড়ালেখা করা। কিন্তু ছাত্র রাজনীতি লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে। যার কারণে এ প্রজন্মের জন্য দেশের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। আমি এটা মানি ছাত্রদের নৈতিক দায়িত্ব দেশের জন্য অবদান রাখা আর এ জন্য প্রয়োজন সংগঠিত হওয়া। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতির যে অবস্থা তা কোনভাবেই উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে না। তাই, যা কোন উন্নয়ন না করে শুধু ক্ষতির কারণ তার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না।

দেশের যে কোন সঙ্কটের সময় ছাত্ররাই সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেউ যদি বলে ছাত্রদের এর জন্য যোগ্য হতে রাজনীতির আশ্রয় প্রয়োজন, তার সঙ্গে আমি মোটেও একমত নই। কারণ এই ছাত্র রাজনীতিই ছাত্রদের মধ্যে লোভের মতো একটি জঘন্য জিনিস ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের মাঝে যে কটা নিষ্পাপ অস্তিত্ব ছিল তাও নষ্ট করে দিচ্ছে। তাই বলতে চাই, ছাত্রদের গড়ে ওঠার জন্য বিশৃঙ্খলাপূর্ণ রাজনীতির কোন প্রয়োজন নেই বরং প্রয়োজন সুস্থ, সুন্দর ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের। আর সাধারণ ছাত্ররাও যে প্রয়োজনে আন্দোলন করতে পারে তার প্রমাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র আন্দোলন। কাজেই ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিত করতে হবে– যার পূর্বশর্তই হল ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা।

রাফিম ইসলাম ইবনে নূর